সত্যের আধুনিক প্রকাশ
◆
মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন
www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

তাবেয়ীদের সাহচর্যে

আলোকিত তাবে-তাবেয়ীদের জীবনী

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

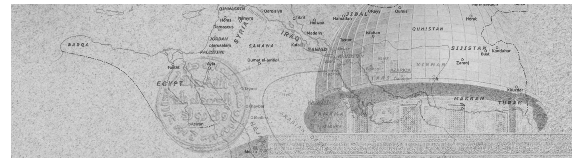

আলোকিত তাবে-তাবেয়ীদের জীবনী

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৩ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : সফর ১৪৪৫ / সেপ্টেম্বর ২০২৩
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : মুশতাক আহমদ
ISBN : 978-984-95997-5-3
মূল্য : ৳ ৫০০ (পাঁচ শত টাকা) USD 15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তার প্রশংসা করি। তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করছি। তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের নিজেদের ক্ষতি ও মন্দ কর্ম থেকে তার আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কোনো মা'বুদ নেই। তার কোনো শরীক নেই। আমি আরও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা এবং রাসূল।

ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ। এরপর থেকে আমরা ক্রমশ নিচের দিকে নামছি। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা অর্থাৎ তাবেয়ীরা। এরপর তার পরের যুগের লোকেরা অর্থাৎ তাবে-তাবেয়ীরা।' সুতরাং ইসলামের মূল চেতনা ও ঐতিহ্য হৃদয়ঙ্গম করতে হলে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের জীবনী জানা আবশ্যক। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম—তাবেয়ীদের জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। এদেশের মুসলিম উম্মাহর জন্য এসব গ্রন্থ অত্যন্ত কল্যাণকর বিবেচিত হয়েছে। এ ধারায় এবার সংযুক্ত হচ্ছে সত্তরজন বিশিষ্ট তাবে-তাবেয়ীদের জীবনী। গ্রন্থটির নাম রাখা হয়েছে *তাবেয়ীদের সাহচর্যে আলোকিত তাবে-তাবেয়ীদের জীবনী*।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলত বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য আরবী কিতাব থেকে সংকলন করা হয়েছে। সংগত কারণেই এটি সম্পন্ন করতে দীর্ঘ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। আর এই দুরূহ কাজটি করেছেন সমকালীন বিদগ্ধ

লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক মাওলানা কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক। তিনি এ গ্রন্থে ষাটজন তাবে-তাবেয়ীদের জীবনী খুবই সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ইতিহাসে অনেক তাবে-তাবেয়ীর নাম পাওয়া গেলেও সবার বিস্তারিত জীবনী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। গ্রন্থটিতে প্রসিদ্ধ তাবে-তাবেয়ী, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ., ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ, সুফইয়ান সাওরী রহ.-সহ মোট ষাট জনের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে তার আরও তিনটি গ্রন্থ—*মহীয়সী নারী সাহাবীদের আলোকিত জীবন*, *নারী তাবেয়ীদের আলোকিত জীবন* এবং *আলোকিত তাবেয়ীদের জীবনী*—প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার এই কাজ কবুল করেন এবং পাঠকদের উপকৃত করেন।

গ্রন্থটি ক্রটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। যারা এ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সূচিপত্র

অবতরণিকা	৯
১। আওযায়ী রহ.	১৭
২। আফিয়া ইবনে ইয়াযীদ রহ.	৩২
৩। আবু আমর ইবনুল আলা রহ.	৩৪
৪। আবু সুলায়মান দারানী রহ.	৩৬
৫। আবুল মুনযির আসাদ বাজালী রহ.	৪৪
৬। আবদুল্লাহ ইবনে আওন রহ.	৪৬
৭। আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস রহ.	৫০
৮। আবদুল্লাহ ইবনে ফাররুখ ফারেসী রহ.	৫৩
৯। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.	৫৫
১০। আবদুল্লাহ উমারী রহ.	৬৭
১১। আবদুর রহমান ইবনে কাসেম উতাকী রহ.	৬৯
১২। আবদুল আযীয ইবনে আবদিল্লাহ রহ.	৭১
১৩। আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদ রহ.	৭৩
১৪। আবদুল মালিক ইবনে আবজার রহ.	৮৩
১৫। আমর ইবনে কায়স মুল্লায়ী রহ.	৮৭
১৬। আসাদ ইবনে ফুরাত রহ.	৯২
১৭। ইউনুস ইবনে হাবীব সবরী রহ.	৯৮
১৮। ইউসুফ ইবনে আসবাত রহ.	১০০
১৯। ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ.	১০২
২০। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.	১৩২
২১। উহাইব ইবনুল ওরদ রহ.	১৩৮
২২। ওয়াকিদী রহ.	১৪২
২৩। ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ.	১৪৬
২৪। কাযী আব ইউসুফ রহ.	১৪৮
২৫। কিসায়ী রহ.	১৫৯
২৬। কাহমাস ইবনে হাসান রহ.	১৬৩
২৭। কুরয ইবনে ওয়াবারা আল-হারিসী রহ.	১৬৫
২৮। খলীল ইবনে আহমাদ ফারাহিদী রহ.	১৬৭

২৯। গালিব কাত্তান রহ.	১৭০
৩০। দাইগাম ইবনে মালিক রহ.	১৭২
৩১। দাউদ তায়ী রহ.	১৭৪
৩২। ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ.	১৭৮
৩৩। বিশর হাফী রহ.	১৯০
৩৪। মিসআর ইবনে কিদাম রহ.	১৯৭
৩৫। মুজাম্মি ইবনে সামগান তাইমী রহ.	২০৩
৩৬। মুহাম্মাদ ইবনে আবি যিব রহ.	২০৫
৩৭। মুহাম্মাদ ইবনে তালহা রহ.	২০৮
৩৮। মুহাম্মাদ ইবনে হাসান রহ.	২১০
৩৯। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ.	২১৬
৪০। মাহফূয মারূফ কারখী রহ.	২১৭
৪১। যায়েদ ইবনে হুবাব খোরাসানী রহ.	২২১
৪২। যিরার ইবনে মুররাহ রহ.	২২২
৪৩। রবী ইবনে সবীহ রহ.	২২৫
৪৪। রিয়াহ ইবনে আমর কায়সী রহ.	২২৭
৪৫। লাইস ইবনে সাআদ রহ.	২২৯
৪৬। শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ রহ.	২৩৩
৪৭। শাকীক বালখী রহ.	২৩৫
৪৮। সাঈদ ইবনে ইয়াস জারিরী রহ.	২৩৯
৪৯। সালিহ আল-মুররী রহ.	২৪১
৫০। সাল্লাম ইবনে আবি মুতী রহ.	২৪৫
৫১। সীবুওয়াইহ রহ.	২৪৭
৫২। সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা রহ.	২৫০
৫৩। সুফইয়ান সাওরী রহ.	২৫৪
৫৪। সুলায়মান খাওয়াস রহ.	২৭৮
৫৫। হাওশাব ইবনে মুসলিম রহ.	২৮০
৫৬। হাম্মাদ ইবনে সালামাহ রহ.	২৮২
৫৭। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রহ.	২৮৮
৫৮। হুযাইফা মারআশী রহ.	২৯৪
৫৯। হিশাম ইবনে হাসসান রহ.	২৯৭
৬০। হাসসান ইবনে আবি সিনান রহ.	৩০২

অবতরণিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

নিশ্চয় সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাই; আর আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সব মন্দ প্রবৃত্তি এবং আমাদের সব ধরনের মন্দ আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথহারা করেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারবে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি—*তাবে-তাবেয়ীদের আলোকিত জীবন*—ষাটজন মহান তাবে-তাবেয়ীদের জীবনী নিয়ে রচনা করা হয়েছে। আর এটি সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। এরপর ওইসব উলামায়ে কেরাম, শিক্ষকমণ্ডলী ও মুবাল্লিগদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁরা আমাকে আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের জীবনী অধ্যয়ন করতে বিশেষভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন।

আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হিসেবে ইসলামের সময়কাল কেয়ামত পর্যন্ত এবং এর ব্যাপ্তি সমুদয় জাতি ও গোটা বিশ্বজুড়ে প্রসারিত। এ কারণে ইসলাম যে আদর্শিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক বিবর্তনের আপদসংকুল অগ্নিশিখার মুখোমুখি হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো উম্মতের জীবনে বা অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলা এই সত্য দ্বীনকে এমন শক্তি দান করেছেন যে, এটি প্রতিটি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঝড় প্রতিরোধ করতে পারে এবং প্রতিটি ঘূর্ণিঝড় নিরাপদে ডিঙিয়ে যেতে সক্ষম। কালের বিবর্তন এবং প্রতিকূল বিপ্লবের মোকাবিলায় এই দ্বীনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহান আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে তিনটি ব্যবস্থা রেখেছেন :

১। দ্বীন ইসলামের ভাষ্য কুরআনকে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রেখেছেন।

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর মাধ্যমে ইসলামের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করেছেন। শরীয়তকে সাহাবায়ে কেরামের জীবনে কার্যকরভাবে সাজিয়ে এতটাই মসৃণ ও স্বচ্ছ করে দিয়েছেন যে, দ্বীন তার সমস্ত ব্যাখ্যা-বিবরণসমেত সুরক্ষিত। এতে বেশ-কমের কোনো অবকাশ আর নেই।

৩। মহান আল্লাহর ইচ্ছার তৃতীয় ব্যবস্থাপনাটি হলো : এই উম্মাহকে ইতিহাসের প্রতিটি মোড়, সমাজের প্রতিটি বিপ্লব এবং যাপিত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের নানা প্রয়োজনে সরবরাহ করেছেন বিদগ্ধ রিজাল—যাঁরা ইসলামের খাঁটি এবং মূল শিক্ষাগুলো নিয়ে এসেছেন মানব সমাজে। তাই হাজার হাজার বিরোধী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই দ্বীন তার মূলরূপে রয়েছে সজীব-সতেজ।

মুসলিম উম্মাহে এ জাতীয় ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞার চাহিদা এবং ইসলামের জীবন্ত কারিশমা। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ধর্ম—যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শন করে মানবজাতিকে। এটিকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলা এটিকে সময় ও স্থানের প্রতিটি পরিবর্তন, সমাজের লক্ষ লক্ষ বিবর্তন ও অগণিত প্রতিকূলতা সহ্য করে জাতিকে অবিচ্ছিন্নভাবে বেঁচে থাকার ও চালিত রাখার আশ্চর্য ক্ষমতা ও যোগ্যতা দান করেছেন।

মুসলিম উম্মাহ সৌভাগ্যবান যে, প্রতিটি যুগে তারা ধর্মের এমন রক্ষাকারী পেয়েছে, যারা ব্যর্থ করে দিয়েছেন দ্বীন বিকৃতির প্রতিটি প্রচেষ্টাকে। ইসলামী সমাজের কিবলাহকে সঠিক রাখার জন্য দায়িত্ব পালন করেছেন যথাযথভাবে। ইসলামের ইতিহাসে এমন কোনো দিন আসেনি, যখন জাতি হিসেবে মুসলমানরা বিপথগামী হয়েছিল। এমন কোনো কাল অতিক্রম হয়নি যে, তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুসারী ইসলামের নামে অন্য একটি ধর্ম অনুসরণ করতে শুরু করেছে কিংবা সর্বত্র বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা অন্ধকারের ন্যায় ছেয়ে গেছে।

প্রথম হিজরী শতাব্দীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত অবধি মুসলমানদের রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বে ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম। এই মহান সাহাবীদের জীবনধারা উম্মতের ইতিহাসের প্রথম অংশে এবং দ্বিতীয় অংশে বিশেষভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে। এর পরে, যখন ইসলামের খলীফারা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলামী নীতিগুলোর পুরোপুরি পরিপালন ত্যাগ করেন, তখন মুসলমানদের সম্মিলিত বিবেক আদর্শিক, ইলমি এবং আধ্যাত্মিক দিক-নির্দেশনার জন্য 'তাবেয়ীনে কেরাম' নামক পুণ্যবান ও দ্বীনদার ব্যক্তিত্বের দিকে ঝুঁকতে থাকে।

তাবেয়ী কারা?

তাবেয়ী হচ্ছেন—যাঁরা এসেছেন নবুওয়াতী যুগের পরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেননি। কিন্তু সঙ্গ পেয়েছেন সাহাবায়ে কেরামের। তাবেয়ীর সংজ্ঞায় মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী রহ. (মৃ. ৪৬৩/১০৭০) এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'তাবেয়ী তিনি, যিনি সাহাবীদের সংস্পর্শে ছিলেন।'[১]

এ সংজ্ঞানুযায়ী সাহাবীর সাথে নিছক সাক্ষাৎ লাভই তাবেয়ী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং সাহাবীর সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করাও আবশ্যক। কিন্তু, অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মত হলো এর বিপরীত। তাঁদের মতে : তাবেয়ী তিনি, যিনি কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, যদিও সংস্পর্শে থাকেননি।[২]

ইমাম নববী রহ. ও সুয়ূতী রহ.-এর মতে এটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। এ কারণেই ইমাম মুসলিম (মৃ. ২৬১/৮৭৫), ইবনে হিব্বান (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫) ও আমাশ রহ. (মৃ. ১৪৮/৭৬৫)-কে তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। কেননা সাহাবী আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু (মৃ. ৯৩/৭১২)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তবে তার থেকে হাদীস শুনেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। ইবনে হিব্বান রহ. এ ব্যাপারে সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎকালে তাবেয়ীর মধ্যে বুদ্ধি ও ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকার বিষয়টিও শর্ত হিসেবে আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, সাক্ষাতের সময় তিনি অল্পবয়স্ক হয়ে থাকলে এবং যা কিছু

[১] *তাদরীবুর রাবী*, সুয়ূতী : ২/২৩৪।
[২] *আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন* : ১৭২।

শুনেছেন এর পূর্ণ হেফাজত ও সংরক্ষণে সমর্থ্য না হলে সাহাবীর সাথে তাঁর নিছক সাক্ষাৎ লাভের কোনো মূল্য নেই।[৩]

এ কারণেই খালফ ইবনে খলীফা রহ.-কে তাবে-তাবেয়ীনের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। যদিও তিনি সাহাবী আমর ইবনে হারীস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন। অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণেই তাঁকে তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করা হয়নি। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে—আমার প্রজন্ম। এরপর তাদের পরে যারা। এরপর তাদের পরে যারা। অতঃপর এমন কওম আসবে যাদের সাক্ষ্য হলফের পেছনে, হলফ সাক্ষ্যের পেছনে ছোটাছুটি করবে।'

ইমাম নববী রহ. বলেন, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রজন্ম হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম। দ্বিতীয় প্রজন্ম হচ্ছে তাবেয়ীরা। তৃতীয় প্রজন্ম হচ্ছে তাবে-তাবেয়ীরা।[৪] হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, হাদীসের বাণী—'এরপর তাদের পরে যারা' মানে তাদের পরের প্রজন্ম; তাবেয়ীরা। 'এরপর তাদের পরে যারা' মানে তাবে-তাবেয়ীরা।[৫]

মর্যাদাগত দিক দিয়ে সাহাবীদের পরই তাবেয়ীদের স্থান। তাঁদের এ উচ্চ মর্যাদার কথা কুরআন-সুন্নাহয়ও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য। (সূরা তাওবা, ৯ : ১০০)

[৩] *তাদরীবুর রাবী*, সুয়ূতী : ২/২৩৫।
[৪] *শারহু মুসলিম লিন-নববী* : ১৬/৮৫।
[৫] *ফাতহুল বারী* : ৭/৬।

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের পরেই তাবেয়ীদের কথা বলা হয়েছে। তারা ঈমান ও আমলের ব্যাপারে যেমন সাহাবীদের অনুসারী, তেমনই কালের দিক দিয়েও তারা সাহাবীদেরই উত্তরসূরি। এ কারণেই প্রচলিত পরিভাষায় তাদেরকে তাবেয়ীন (পরবর্তী বা অনুসারী) বলা হয়েছে।

তাবে-তাবেয়ী কারা?

তাবে-তাবেয়ীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

> আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা অর্থাৎ তাবেয়ীরা। এরপর তার পরের যুগের লোকেরা অর্থাৎ তাবে-তাবেয়ীরা।[৬]

তাবে-তাবেয়ী বলতে বুঝি : যিনি কোনো তাবেয়ীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে তাবে-তাবেয়ী বলা হয়। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের সাক্ষাৎ লাভ করেননি; বরং তাদের ছাত্র তাবেয়ীগণের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং তাদের সঙ্গ পেয়েছেন। অন্য কথায়, তাবে-তাবেয়ীরা হলেন সাহাবায়ে কেরামের তৃতীয় যোগসূত্র। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনদেরকে উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলেছেন। সকল সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম ১১০ হিজরীর মধ্যেই মারা যান। অপরপক্ষে তাবে-তাবেয়ীগণ যেহেতু তাবেয়ীগণের নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন, তাই তাদের আর তাবেয়ীদের যুগ একসাথে যুগপথ চলতে থাকে।

ঐতিহাসিকদের মতে, সর্বশেষ তাবেয়ী ১৬৪ থেকে ১৭৪ হিজরী সালের মধ্যে মারা যান। কাজেই তাবে-তাবেয়ীদের যুগ ১৭৪ হিজরী থেকে শুরু হয় বলে ধরে নিতে পারি। কারও কারও মতে, প্রথম হিজরী শতকের সমাপ্তিতে

[৬] *মুসতাদরাকে হাকিম* : ৪১।

তাবেয়ী যুগেরও সমাপ্তি হয়ে যায়। কিন্তু তাবে-তাবেয়ীনের যুগ ঠিক কখন শুরু হলো এবং কখন শেষ হয়ে গেল, সন-তারিখের ভিত্তিতে তা বলা কঠিন। এতৎসত্ত্বেও প্রকৃত কথা হলো : তাবে-তাবেয়ীনের আসল যুগ দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথম চতুর্থাংশে সূচিত হয়ে তৃতীয় শতকের প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ ১১০ হিজরীতে যখনই সর্বশেষ সাহাবী মারা গেলেন, তখনই তাবেয়ীদের ছাত্র তাবে-তাবেয়ীদের যুগ শুরু হলো। তাবে-তাবেয়ী হওয়ার যোগ্যতা ১৭৪ হিজরীতে শেষ হয়ে যায়। তারপর তাবে-তাবেয়ীগণ যতদিন বেঁচে ছিলেন, ঠিক ততদিনই ছিল তাঁদের যুগ। এ হিসেবে তাদের যুগ কম-বেশি ২২০ হিজরী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

কিছু তাবে-তাবেয়ীনের জন্মসাল এবং কতিপয় তাবেয়ীনের মৃত্যুর বছরের আলোকেও বলা যায়, তাবে-তাবেয়ী যুগের সূচনা হয়েছিল প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে। যেমন : ইমাম শুবা রহ.—৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইমাম আবু হানীফা রহ.-ও জন্মগ্রহণ করেন ৮০ হিজরীতে। তবে সাধারণ জীবনীকারকরা ইমাম শুবাকে তাবে-তাবেয়ীদের একজন বলে মনে করেন, আর ইমাম আবু হানীফাকে গণ্য করেন তাবেয়ীদের মধ্যে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাবে-তাবেয়ীনদের প্রকৃত সময় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ থেকে শুরু হয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে শেষ হয়। কারণ, তাবেয়ীদের কেউ কেউ ১৬৪ হিজরীতে এবং কেউ কেউ ১৭৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। যারা ১৫০ হিজরী থেকে ১৬৪ হিজরীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাদেরকে সমসাময়িকতার কারণে একই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আলী ইবনুল মাদিনী প্রমুখ—তাবেয়ীনদের কাছ থেকে তাদের ফয়েয লাভের আপাতপ্রমাণ নেই।

তাবে-তাবেয়ীদের যুগে সবচেয়ে যোগ্য সম্ভ্রান্ত আমির ও সেনাপতি, সেরা সেরা দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক এবং মহান বাগ্মী প্রচারক, লেখক ও কবির জন্ম হয়েছে। যাদের প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের এবং জাতির জন্য কোনো না কোনো সেবা করেছেন। তাদের সেবার স্বীকৃতি না দেওয়াটা হবে এক বিরাট অজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতা। কিন্তু আমরা তাদেরকে তাবে-তাবেয়ীদের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করি না; কারণ, সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতো তাবে-তাবেয়ীদের পদবিও উম্মাহর সেসব লোকদের জন্য সংরক্ষিত, যাদের

ইলম ও আমল একনিষ্ঠ ও নবীওয়ালা রঙে রঙিন। যারা দ্বীন বা দ্বীনের ইলম রক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ কিছু না কিছু কাজ করেছেন। যাদের মাঝে প্রাধান্য পেয়েছিল সুন্নাতে নববী, সাহাবা ও তাবেয়ীদের জীবনের রং। যাদের ইলম, ফযল, যুহদ, আল্লাহভীতি, সততা ও তাকওয়ার ওপর আস্থা রেখেছে সৃষ্টিকুল। এবং এই আস্থা এখনো পর্যন্ত বহাল আছে। তাই যেসব খলীফা, উজির-মন্ত্রী, কবি, লেখক ও পণ্ডিতদের জীবনধারা এই গুণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, তাদের কথা এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হবে না। ঠিক যেমন ওই সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, তাবে-তাবেয়ীদের উল্লেখ একটি পার্শ্ব নোট হিসেবে আসে; একইভাবে এ গ্রন্থতেও প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে মাঝে মাঝে তাদের উল্লেখ আসবে।

তাবে-তাবেয়ীদের যুগে ফিকহ ও হাদীসের চর্চা, প্রচার ও সংগ্রহ পূর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক ও গভীরভাবে চলে। এই যুগে যারা ইলমে হাদীস, ফিকহ, তাসাওউফ ও জিহাদের ময়দানে সর্বাধিক ব্যুৎপত্তি এবং খ্যাতি অর্জন করেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যদের আলোচনা নিয়েই এই গ্রন্থ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উম্মাহর ইতিহাস কেবল শাসকদের জীবনীর নাম নয়; বরং এটা ওইসব সদস্যদের কীর্তিরও এক আখ্যান—যাদের প্রচেষ্টায় মুসলিম উম্মাহ কোনো না কোনোভাবে উপকৃত হয়ে এসেছে। সুতরাং, যেখানে ইতিহাসে শাসকদের জীবনধারা এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে ওইসব ব্যক্তিত্বের সংগ্রাম এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টাও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যারা রাজনীতির বাইরে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত, ইলম, তাযকিয়া এবং সংস্কারসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উম্মাহর উপকারে কাজ করে গেছেন। দ্বীনের নির্মাণ, উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য উৎসর্গ করেছেন নিজের জীবন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের লক্ষ্য হলো, খাইরুল কুরূনের তৃতীয় প্রজন্মের যেসব মনীষীর জীবনী পাঠককে আদর্শিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে আলোকিত করতে পারে, তা তাদের নজরে আনা। চাই তা শাসকদের সাথে সম্পর্কিত হোক বা অন্যান্য বরেণ্য মনীষীদের সাথে।

গ্রন্থটি রচনার কাজ হাতে নিয়েছিলাম করোনা-মৌসুমের মাঝামাঝি সময়ে ২০২০ সালে। মনীষা-চরিত গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় এটি এক নবতর মাত্রা লাভ করবে—আশা করি। কেননা, খাইরুল কুরূনের প্রথম ও দ্বিতীয়

প্রজন্মের মনীষীদের নিয়ে স্বতন্ত্র বই-পত্র বাজারে থাকলেও তৃতীয় প্রজন্ম—অর্থাৎ তাবে-তাবেয়ীদের নিয়ে কোনো বই সম্ভবত নেই—অন্তত আমার নজরে পড়েনি। সুতরাং বাংলাভাষী পাঠক-বোদ্ধাদের খেদমতে কাঙ্ক্ষিত এই বইটি পেশ করতে পেরে দারুণ এক ভালোলাগা কাজ করছে—না বললেও বুঝতে পেরেছেন বোধ করি। আলহামদুলিল্লাহ।

মাকতাবাতুল ফুরকান দেশের একটি অভিজাত, রুচিশীল, স্বচ্ছ, শেকড়সন্ধানী ও দূরদর্শী বিশ্বাসী চেতনাবাহী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ফলদায়ক কন্টেন্ট বাছাই, চতুর্মুখী শুদ্ধ সম্পাদনা থেকে নিয়ে বিশ্বমানের গেটআপ-সেটআপ বইপাঠকদের হৃদয় ছুঁয়েছে বহু আগেই। প্রকাশনীর মালিক মুহতারাম মুহাম্মাদ আদম আলী ভাই আমার দেখা একজন আদর্শ বিদ্বান। আল্লাহওয়ালা মানুষ। সোহবতধন্য সালিক। এই মানুষটিকে নিয়ে আমার বহু আবেগ। বহু আশা। একদিন মানুষ তাঁর কদর বুঝবে। আল্লাহ তাঁর ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘ করুন। আমীন।

আরেকটি কথা বলা দরকার। তাবে-তাবেয়ীদের জীবনী লিখতে গিয়ে বারবার আমি অনুভব করে এসেছি আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তথা ফিকহী ইমাম চতুষ্টয়ের কথা। চার ইমামের একজন হলেন তাবেয়ী, একজন তাবে-তাবেয়ী, আর দুজন মতান্তরে তাবে-তাবেয়ী-পরবর্তী প্রজন্মের। গ্রন্থটির বাঁকে বাঁকে তাদের মুখনিঃসৃত মণিমুক্তোসম উক্তি চলে এসেছে প্রাসঙ্গিকতায়। ঘটনাক্রমে সুনির্দিষ্ট একটি কালের সামিয়ানায় সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে আমাকে। তাই হাত নিশফিশ করলেও বহু কষ্টে সংবরণ করে রেখেছি আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের পুণ্যময় জীবন-আখ্যান রচনা থেকে। আশা করি, অচিরেই এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনো পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় পাঠক, ভুল তো মানুষেরই হয়। তথ্য বা বাক্য-বর্ণে কোনো ভুল আপনার চোখে পড়লে জানিয়ে বাধিত করবেন। আমরা সংশোধনে বদ্ধপরিকর। বইটি আমাদের-আপনাদের ঈমান-আমল বৃদ্ধি ও উন্নতিতে কাজে আসুক। আমীন। ওয়াল্লাহুল মুআফফিক ওয়াল মুসতাআন।

কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
জামিয়া ফারুকিয়া নাজিরহাট, চট্টগ্রাম।
৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

১

আওযায়ী রহ.

ইমাম আওযায়ী রহ. ছিলেন দ্বিতীয় হিজরী শতকে মুসলিম-বিশ্বের বিশিষ্ট ফকীহ। তিনি ৮৮ হিজরীতে বালাবাক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম আবদুর রহমান ইবনে আমর। দামেশকের একটি সীমান্তপ্রদেশ 'আওযা'র সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় নামের সঙ্গে 'আওযায়ী' যুক্ত হয়। ইমাম আবু জুরআ দিমাশকী রহ. বলেন, তিনি বংশীয়ভাবে সিন্দী ছিলেন। সেখানকার কয়েদিদের সঙ্গে শামে এসেছিলেন এবং আওযায় বসবাস শুরু করেন।

তিনি ছিলেন ইয়াহইয়া ইবনে আমর আশ-শায়বানীর চাচাতো ভাই। আবু যুরআ বলেন, আসলে তিনি ছিলেন সিন্ধুর কয়েদিদের অন্যতম। এরপরে তিনি আওযায় উপনীত হন এবং তার দিকে সম্পর্কযুক্ত হয়ে আওযায়ী হিসেবে পরিচিত হন।[৭]

শৈশবের দিনগুলি

হালকা-পাতলা গড়নের এই মানুষটি ছিলেন তার যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'যদি আমাকে বলা হয়, এই উম্মাহর জন্য দুজন আলেম বেছে নিতে, তাহলে আমি ইমাম আউযায়ী ও সুফইয়ান সাওরিকে বেছে নেব।' ইমাম আউযায়ী বাল্যকালেই পিতাকে হারান। প্রতিপালিত হয়েছেন মায়ের আদরে। মায়ের কাছেই তার শিক্ষাজীবনের শুরু। ওলিদ ইবনে মাজিদ বলেন, ইমাম আউযায়ীর আম্মা তাকে যে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন, রাজা-বাদশারাও তাদের সন্তানকে এমন শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে অপারগ ছিল।[৮]

তার শৈশব কেটেছে ইয়াতীম ও দরিদ্র অবস্থায়। তার মা তাকে নিয়ে শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তিনি শিশুদের সঙ্গে খেলছিলেন। এ সময়

[৭] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১০/২০৫।
[৮] *তাযকিরাতুল হুফফায* : ১/১৩৪।

সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন এক আরব সরদার। সব শিশু ভয়ে পালিয়ে গেল কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। এতে ওই সরদার খুবই প্রভাবিত হলেন। তিনি এই শিশুকে নিজের প্রতিনিধিদলে নিয়ে নিলেন এবং তাকে ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীর রহ.-এর কাছে ইয়ামামায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর যোগ্যতায় খুবই খুশি হলেন ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীর। তাকে নিজের ইলম দ্বারা সুশোভিত করার পর পাঠিয়ে দিলেন বসরায়। সেখানে তিনি প্রথমে মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ.-এর খেদমতে গেলেন; যিনি তখন মৃত্যুশয্যায়। কয়েকদিন পর মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ. পরলোকগমন করেন।

পূর্বসূরি–উত্তরসূরি

এরপর তিনি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম নাফে, আমর ইবনে শুয়াইব, আলকামা ইবনে মারসাদ, মাইমুন ইবনে মেহরান, ইবনুল মুনকাদির এবং ইবনে শিহাব যুহরী রহ.-এর মতো মহান ব্যক্তিদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করেন। যখন দরসের মসনদে বসলেন, তখন ইমাম মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, আবু ইসহাক আল-ফাজারী, বাকিয়া ইবনে ওলিদ, বাকিয়া ইবনে মুসলিম, ইয়াহইয়া কাত্তান রহ.-এর মতো ব্যক্তিরা ছিলেন তার শাগরেদ।[৯]

তিনি তার যুগের নিজ শহর ও অন্যসব জায়গার বাসিন্দাদের মোকাবিলায় ফিকহ, হাদীস, মাগাযী (আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণের গুণ-গরিমা ও ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কিত বিবরণ) ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানে নেতৃত্ব দান করেন।[১০]

মুসলমানগণ তার সত্যবাদিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নেতৃত্বে ঐকমত্য পোষণ করতেন। মালিক রহ. বলেন, আওযায়ী রহ. ছিলেন এমন এক ইমাম, যার অনুকরণ ও অনুসরণ করা যায়। সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা ও অন্যরা বলেন, আওযায়ী ছিলেন নিজের যামানার ইমাম।

একবার তিনি হজ সম্পাদন করেন। তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন আর সুফইয়ান আস-সাওরী তার উটের লাগাম ধরেছিলেন এবং মালিক ইবনে

[৯] *আল-আলামু যিরিকলি* : ৩/৩২০; *মাশাহিরু উলামাইল আমসার লিইবনি হিব্বান* : ২৮৫; *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৭/১০৮-১১১।
[১০] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১০/২০৮।

আনাস রহ. তা পরিচালনা করছিলেন। সাওরী উচ্চৈঃস্বরে বলছিলেন, উস্তাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দাও; উস্তাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দাও। এরপর তারা দুজন তাকে কাবার কাছে বসালেন, তারা তার সামনে বসলেন এবং তার থেকে জ্ঞান অর্জন করতে লাগলেন।

মালফুযাত

তার ওয়ায ও মালফুযাত ছিল ইসলাহে নফস ও আখেরাতের ভাবনায় সমৃদ্ধ। একবার তিনি ওয়ায করতে গিয়ে বলেন, 'হে লোকেরা, আল্লাহর নেয়ামতের দ্বারা ওই আগুন থেকে বাঁচো, যা প্রজ্বলিত করেছেন তিনি নিজেই। যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তোমরা এমন এক দেশে আছ, যেখানে অবস্থানের সময়টুকু খুবই কম। তোমরা বিদায় পথের যাত্রী। তোমাদের আগে অনেক প্রজন্ম বিগত হয়েছে, যারা দুনিয়ার চাকচিক্য দেখেছে। তারা তোমাদের চেয়ে বেশি বয়স পেয়েছে। তোমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। তারা অনেক দালান-কোটাও বানিয়েছিল। তারা পাহাড় কেটে আবাদ করেছে, দেশে দেশে শাসন করেছে। তারা ছিল অনেক প্রভাবশালী। কাউকে ধরলে কঠোরভাবে ধরত; কিন্তু দিন-রাত পেরিয়ে তাদের জীবনও শেষ হয়েছে। এখন আর তাদের নাম-নিশানা নেই। তাদের আলোচনাও এখন আর কেউ করে না।[১১]

তিনি বলতেন, 'ইলম সেটাই, যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত। যা তাঁদের থেকে বর্ণিত নয়, তা ইলম নয়।' আরও বলতেন, 'উসমান ও আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমের ভালোবাসা ওই লোকদের অন্তরে জমা হয়, যারা মুমিন।'

একবার তিনি বলেন, 'আল্লাহ যখন কোনো জাতির অমঙ্গল চান, তখন সেই জাতির মধ্যে বিতর্কের দরজা খুলে দেন এবং তাদের কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখেন।' তার আরেকটি উক্তি হলো : 'মুমিন কম কথা বলে, বেশি কাজ করে। মুনাফিক বেশি কথা বলে, আর কাজ কম করে।'[১২]

তিনি বলতেন, 'যখনই কেউ কোনো বিদআতে যুক্ত হয়ে যায়, তখন তার কাছ থেকে তাকওয়া ছিনিয়ে নেওয়া হয়।' তিনি আরও বলতেন, 'যারা

[১১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৭/১২১।
[১২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৭/১১৯-১২০।

আলেমদের দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রচলিত মাসআলার ওপর আমলে অভ্যস্ত হয়, তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়।'[১৩] 'যে মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে, তার জন্য অল্প জিনিসও যথেষ্ট হয়ে যায়।'

আওযায়ী রহ. বলেন, বৈরুতে আমি একবার অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি বৈরুতের কবরস্থান হয়ে যাচ্ছিলাম। কবরস্থানে আমি একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে দেখতে পেলাম। তখন আমি তাকে বললাম, 'ওহে! এখানে বসতি কোথায়?' মহিলাটি বলল, 'যদি আপনি বসতি দেখতে চান, তাহলে এটা।'—এ বলে সে কবরের দিকে ইঙ্গিত করল। আর যদি আপনি ধ্বংসস্তূপ দেখতে চান, তাহলে এটা আপনার সামনে—সে শহরের দিকে ইঙ্গিত করল। এরপর আমি সেখানে বসবাস করার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম।

মুহাম্মাদ ইবনে কাসীর রহ. বলেন, আমি আওযায়ী রহ.-কে বলতে শুনলাম : একদিন আমি মাঠে বের হলাম। সেখানে তামা ইত্যাদি ধাতু তৈরি পাত্রের বার্নিশকারী একটি লোককে দেখতে পেলাম এবং অন্য একটি লোককে দেখলাম যে, সে প্রথম ব্যক্তির শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তির ওপর আরোহণ করে রয়েছে। তার ওপর রয়েছে লোহার হাতিয়ার। যখনই সে হাত দ্বারা কোনো দিকে ইশারা করে, তার হাতের সাথে ওই লোকটাও ওইদিকে ঝুঁকে বলতে থাকে,

الدُّنْيَا بَاطِل بَاطِل بَاطِل وما فيها بَاطِل بَاطِل بَاطِل.

দুনিয়াটা অসার, অসার, অসার; দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে তাও অসার, অসার, অসার।[১৪]

[১৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৭/১২৫।
[১৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১০/২১১।